| R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০১ বর্ষ
১৪শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৩রা ভাদ্র ১৪২১
২০শে আগস্ট, ২০১৪
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

জঙ্গিপুর মহকুমার কোথাও এবার তৃণমূলের রাখীবন্ধন উৎসব হলো না !

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর লোকসভা এলাকার সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ইমানী বিশ্বাসকে মহকুমার কোথাও রাখী বন্ধন অনুষ্ঠান হলো না কেন জানতে চাইলে ইমানী মহকুমার সব ব্লকে উদ্‌যাপন হয়েছে বলে আমাদের জানান। কিন্তু সুতী, সামশেরগঞ্জ, ফরাক্কা বা রঘুনাথগঞ্জ-১ এবং ২ কোথাও এই উৎসব এবার তৃণমূল কংগ্রেস থেকে করা হয়নি। এ প্রসঙ্গে ফরাক্কা ব্লকের ক্ষমতাচ্যুত ব্লক সভাপতি সোমেন পাণ্ডে জানান––'রাখী পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে রাখী বন্ধন অনুষ্ঠান শুধু ফরাক্কা না জঙ্গিপুর মহকুমার কোথাও হয়নি। মমতা ব্যানার্জীর হিন্দু সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টা বর্তমানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা ইচ্ছাকৃতভাবেই উপেক্ষা করেছেন। কেন করলেন তার তদন্ত প্রয়োজন।' এ প্রসঙ্গে রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লক সভাপতি বাবলু সেখকে প্রশ্ন করলে তিনি রঘুনাথগঞ্জ শহরে না হলেও জামুয়ার, মির্জাপুর ও রাণীনগরে রাখী বন্ধন অনুষ্ঠান হয়েছে বলে জানান। অন্যদিকে জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের কার্য্যকরী সভাপতি এবং রঘুনাথগঞ্জ-১ব্লকের কার্য্যকরী সভাপতি দুর্গাপ্রসন্ন ব্রহ্মচারী জানান, '১০ আগষ্ট রাখীবন্ধনের কোন অনুষ্ঠান মহকুমার কোথাও হয়নি। হলে অন্ততঃ আমি জানতে পারতাম। পাটিগত একটা বড় দায়িত্ব আমার ওপর আছে। জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত ইন্দ্রনীল সেনের নির্দেশমতো জঙ্গিপুর লোকসভা এলাকা ঘুরে তার রিপোর্ট আমাকেই ইন্দ্রনীলবাবুর কাছে পাঠাতে হয়।'

মক্কেলের ভাবমূর্তি স্বচ্ছ রাখতে পত্রিকা সম্পাদককে উকিলের নোটিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর সংবাদ–এ ২৩ জুলাই ২০১৪ সংখ্যায় প্রকাশিত "জঙ্গিপুরে তৃণমূলে রদবদলে ক্ষুব্ধ কর্মীরা কুশপুত্তলিকা দাহ করবে নুরুল হাজির" সংবাদে রঘুনাথগঞ্জ-১ টাউন সভাপতির দায়িত্ব পেলেন ঐ পদের নিষ্ক্রিয় কর্মী গৌতম রুদ্র। দু'বছর আগে পার্টি অফিস তৈরীর নামে শহরের ব্যবসায়ী ও ডাক্তারদের কাছ থেকে জুলুম করে টাকা আদায়ের অভিযোগে গৌতমকে পদ থেকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়া হয়। পার্টির ভাবমূর্তি স্বচ্ছ রাখতে জেলার সাধারণ সম্পাদক তথা জঙ্গিপুরের প্রথম সারির নেতা সেখ মহঃ ফুরকান সক্রিয় হন।"
উদ্দেশ্যমূলকভাবে গৌতম রুদ্রের ভাবমূর্তি, জনপ্রিয়তা, সততা ইত্যাদি ইত্যাদি খর্ব করা বা তাঁকে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত করার কোনও অভিপ্রায় প্রাচীন সাপ্তাহিকের নেই, তাই গত ৩০ মে ২০১২ সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদটি হুবহু তুলে ধরলাম––

(শেষ পাতায়)

জঙ্গিপুরে বিজেপি কি এবার রাহুমুক্ত হবে ?

নিজস্ব সংবাদদাতা : মুর্শিদাবাদ জেলায় দীর্ঘদিন ধরে কিছু কর্মী ও নেতা বিজেপি দলের শৃঙ্খলা নষ্ট করে, জনণের কাছ থেকে তোলা টাকা নয়ছয় করেছেন–তাদের ডানা ছাঁটতে বদ্ধপরিকর রাজ্য নেতৃত্ব। মুর্শিদাবাদ উত্তরের মতো দক্ষিণেরও কিছু নেতার বেয়াদবির অভিযোগ গেছে রাজ্যে। দলকে শুদ্ধিকরণের যে ডাক সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ দিয়েছেন তাতে রাজ্য কিছুটা বিচলিত। সেখানেও সেবার বদলে ভোগের প্রাধান্য দেখা গেছে কয়েকজনের ক্ষেত্রে। পুরভোটে বিজেপি ৮/১০টি ওয়ার্ডে প্রার্থী দেবে বলে খবর। তারজন্য পুজোর পরই পাড়ায় পাড়ায় তালিকা তৈরী করে কাজে নামবে দল বলে জানা যায়। ওয়ার্ডে যাদের গ্রহণযোগ্যতা বেশী দল সেই রকম কর্মী বা সমর্থককে প্রার্থীর অগ্রাধিকার দিতে চায়। এলাকার কাজ না করে, মানুষের সঙ্গে কোন যোগাযোগ না রেখে কোলকাতায় মুখ দেখাতে যান, দল তাদের নিষ্ক্রিয় করে দেবে। এবং নতুন যুবকদের সামনে আনার প্রক্রিয়া চালাবে বলে বিশ্বস্তসূত্রে জানা যায়।

শুয়োর বিচরণ আজও শহর এলাকায়

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভার ১৫ ও ১৬ নম্বর ওয়ার্ড এবং হাসপাতাল এলাকায় শুয়োর বিচরণ চলছেই। পুরসভার শুয়োর বিতারণ অভিযান বাস্তবে কোন ধাক্কা দিতে পারেনি পালকদের মধ্যে বলে ঐ সব উপদ্রুত এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ। কেউ কেউ অভিযোগ করেন––ঐ সব ওয়ার্ডের কাউন্সিলাররা ভোট রাজনীতি ঠিক রাখতে শুয়োর লুকানোর বুদ্ধি আগেই হরিজনদের দিয়ে দেয়।

(শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোনঃ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩রা ভাদ্র, বুধবার, ১৪২১

আত্মশুদ্ধি বড় প্রয়োজন

দেশে জন্মিলে দেশ আপনার হয় না, দেশকে ভালবাসিতে হয়, তাহাকে আপনার আপনজন, আত্মার আত্মীয় বলিয়া ভাবিতে হয়। তবেই দেশ আপনার হয়। দেশের সুখ দুঃখ অর্থাৎ দেশের মানুষের সুখ দুঃখকে আপনার বলিয়া ভাবিতে শেখাই হইতেছে দেশপ্রেম। দেশের মানুষের নিকটে দেশ হইতেছে জননীস্বরূপা। জননী সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেন, বুকের স্তন্য দিয়া তাকে বড় করিয়া তোলেন। আর দেশ জননী তাহার সন্তানদের আপনার বুকের উপর স্থান দিয়া পরিপোষণ করিয়া থাকেন। মায়ের প্রতি যেমন সন্তানদের কর্তব্য থাকিয়া যায়, দেশজননীর প্রতিও তেমনি কর্তব্য এবং ঋণ থাকে দেশবাসী সন্তানদের। গর্ভধারিণী মাতার ঋণ যেমন অপরিশোধ্য তেমনি দেশ মাতৃকার ঋণ দেশের সন্তানদের ক্ষেত্রেও সমান অপরিশোধ্য। গর্ভধারিণীর মত দেশ মাতৃকার প্রতি সর্ববিষয়ে যত্নবান হওয়া সন্তান সন্ততিদের অবশ্য কর্তব্য। মহামানবের সাগরতীর এই ভারতবর্ষ। প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে এই ভারতভুমি ছিল শাপভ্রষ্টা অহল্যার মত পরাধীনতার শৃঙ্খলে বন্দিনী। শৃঙ্খল মুক্তির জন্য সেদিন আসমুদ্র হিমাচলের মানুষ জাতিধর্মনির্বিশেষে একপ্রাণ একতা লইয়া সংগ্রাম করিয়াছিল বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে। স্বাধীনতার ফুটন্ত সকাল আনিবার জন্য মৃত্যুপণ করিয়াছিল কত শত শহীদ বীর সন্তানেরা। সেদিন মুক্তির সোপানতলে কত শত প্রাণ উৎসর্গিত হইয়াছিল। চলিয়াছিল রাত্রির তপস্যা। প্রাক্ স্বাধীনতার পর্বে দেশের মানুষের কাছে দেশ ছিল সব কিছুর উপরে। তাহার জন্য অনেকেই ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, আপন স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়াছে, বিপদকে বরণ করিয়াছে, হাসিমুখে মৃত্যুপাশ আপন গলায় পরিয়াছে। কারণ তাহারা জানিত প্রাণের চাইতে ত্রাণ বড়। স্বাধীনতা হীনতায় বাঁচিয়া থাকার সুখ নাই। তাই দেশের স্বাধীনতার জন্য এই দেশের মানুষ বুলেটের সামনে বুক পাতিয়া দিয়াছে। আবার কেহ ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়াইয়া রজ্জুকে আলিঙ্গন করিয়াছে। গাহিয়াছে জীবনের জয়গান। আজ ক্ষুদিরাম-বিনয়-বাদল-দীনেশের মত বীর শহীদদের কথা বার বার মনে পড়ে। লজ্জা হয় আমরা তাহাদের উত্তরসূরী বলিতে। কাঙ্খিত রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমরা লাভ করিয়াছি কিন্তু দেশের স্বার্থে আমরা কতজন নিবেদিত প্রাণ হইতে পারিয়াছি ? দেশকে ভালো না বাসিয়া নিজেকে, নিজের স্বার্থকে ভালোবাসিয়াছি। দেশপ্রেমের মিথ্যা নামাবলী গায়ে জড়াইয়া আপন আপন স্বার্থের সেবা করিয়া চলিয়াছি। ধর্মের নামে, সাম্প্রদায়িকতার নামে, সন্ত্রাসের নামে প্রাদেশিকতার নামে এই দেশের মানুষ আমরা আজ মাতৃভূমির পবিত্র অঙ্গনকে কলুষিত, কলঙ্কিত করিয়া চলিয়াছি। স্বার্থপরতার ক্ষমতা লোলুপতার যূপকাষ্ঠে দেশমাতৃকা আজ একপ্রকার বলিপ্রদত্ত হইয়া চলিয়াছে। আমরা কি একবার পিছনের দিকে তাকাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছি কত প্রাণের মূল্যে কেনা হইয়াছে জননীর বন্ধন মুক্তি ? দেশবাসীর চিত্তলোকের অগ্নি শুদ্ধির শপথ লইবার দিন কবে আসিবে ?

ভারত-রত্ন এবং

শীলভদ্র সান্যাল

স্বাধীনতার সাতষট্টি বছর পর, ভারত-সরকার নেতাজিকে আবার ভারত-রত্ন দেওয়া নিয়ে চিন্তাভাবনা করছেন, এরকম একটা খবর বাইরে চাউর হওয়াতে, দেশ জুড়ে ফের বিতর্কের ঝড়। এর আগেও একবার ইউ-পি-এ-সরকার তাঁকে মরণোত্তর ভারত-রত্ন দেওয়ার প্রস্তাব করে। তখনও 'মরণোত্তর' শব্দটায় আপত্তি জানিয়ে একটি রাজনৈতিক দল এর বিরোধিতা করেছিল। বিস্তর টানাপোড়েনর পর, সেবারেও প্রস্তাব খারিজ হয়ে যায়।

নেতাজিকে যদি সত্যিই ভারত-রত্নের যোগ্য বিবেচনা করা হ'ত, তাহলে ১৯৫২ সালেই (কেন্দ্রে প্রথম নির্বাচিত সরকার আসার পর) তাঁকে এই পুরস্কার দেওয়া যেতে পারত। এমনকি, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুরও আগে, যদি এই সর্বোচ্চ অ-সামরিক সম্মানে তাঁকে ভূষিত করা হত, তবে (নেহরুজির প্রতি যথোচিত সম্মান রেখেই বলছি) তা সব দিক থেকেই শোভন হ'ত।

কিন্তু তা করা হয়নি। ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁকে উপেক্ষা করা হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদানকেও উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হয়নি। তাঁর নামেও নানাবিধ নিন্দাবাদ, কটু-কাটব্য ইত্যাদি হয়েছে। স্কুল পাঠ্য বইতেও স্বল্প শব্দ বরাদ্দ করা হয়েছে তাঁর নামে। এ-সব আমরা সবাই অবহিত।

মহাত্মাজির সঙ্গে নীতিগত বিরোধ, তাঁর স্পষ্ট ভাষণ, তাঁর ডাইরেক্ট অ্যাকসন্ পলিসি, ডোমিনিয়ন স্টাটাস্-এর বিরুদ্ধে তাঁর পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে জোরালো সওয়াল, কংগ্রেসের তাবড় তাবড় নেতাদের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব রচনা করে এবং এর চরম পরিণতি রূপে কংগ্রেস থেকে তাঁকে বহিষ্কারের পথ প্রশস্ত করে। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষেও, ক্ষমতার অলিন্দে, তাঁকে সুপরিকল্পিত ভাবে উপেক্ষা ক'রে যাওয়া হয়েছে।

কিন্তু ইতিহাসের গতি আপন নিয়মেই তার অভীষ্ট লক্ষ্যে বয়ে গেছে। তাই এটা আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট, পরাধীন ভারতবর্ষে অনেক দেশপ্রেমিক আবির্ভূত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু নেতাজির মত দেশপ্রেমিক আর দু'টি নেই। আর সকলে ছিলেন বড় বড় নেতা, আর তিনি ছিলেন জাতির একচ্ছত্র নায়ক। সকলের প্রিয় নেতাজি। তাঁর নামের জাদুতে আজও যে-ভাবে আ-সমুদ্রহিমাচল আবেগে কম্পিত হয়, এমন আর কারোর ক্ষেত্রে নয়। তাঁর অ-ভূতপূর্ব দেশপ্রেম, অসমসাহস, বীরত্ব এবং আত্মত্যাগ তাঁকে সমসাময়িক আর সব নেতার থেকে অনেক দূরে, এক ব্যতিক্রম বিরল মর্যাদায় দেশনায়কের মর্যাদায় ভূষিত করেছে।

কেন্দ্রে সদ্য-ক্ষমতায়-আসা নতুন সরকার কর্তৃক নেতাজিকে ভারতরত্ন দেওয়ার পুনর্বিবেচনা সাধুবাদ যোগ্য হলেও স্বাধীনতার এতগুলো বছর পর, নেতাজির মত এক বিরল ব্যক্তিত্বকে এই সম্মান-প্রদানের আয়োজন প্রহশন ছাড়া আর কিছুই নয়। আজ তিনি ভারতরত্নের অনেক ঊর্দ্ধে এক

(৩ পাতায়)

জঙ্গিপুরের পুরাকথা

হরিলাল দাস

কোন্ ভাবে আর ভাবনায় মূর্তি এলেন ? ঋক বেদের মূর্তি কল্পনা ভাবনায় ও ধ্যানে রূপ গ্রহণ করে প্রতিমা বা মূর্তির অবির্ভাব। এবং ক্রমে লোক ভাবনায় প্রচলন হয়েছে দেবদেবীর মূর্তি প্রতিমা। পৌরাণিক যুগে এই মূর্তি উপাসনা দৃঢ় হয়েছে। কিন্তু ঐতিহাসিক মতে আর্য-পূর্ব জাতি অধ্যুসিত ছিল এই রাঢ়বঙ্গ। আর আর্য-পূর্ব ধর্ম সংস্কৃতিও ছিল উন্নত মানের। এবার হয়েছে সময়ের পরিবর্তনে মেলামেশা। একে মানুষের আচরণ সমন্বিত করেছে প্রাক্ আর্য ও আর্য সভ্যতা। কালক্রমে তাই জৈন-বৌদ্ধ ধর্মেও মূর্তি পুজোর প্রচলন, যা প্রারম্ভে ছিল না। পটের প্রতিমা বা মাটির মূর্তি নশ্বর। তাই পাল ও সেন যুগে ব্যাপক ভাবে পাথরের মূর্তি গড়া হতে থাকে। সেই মূর্তির রূপ কল্পনায় হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি সাযুজ্য লক্ষিত হয়। এটাই স্বাভাবিক। তাই বুদ্ধদেবের নানা আঙ্গিকের মূর্তি। আর্যপূর্ব মানুষেরা মূর্তি পূজক ছিলেন--এটা প্রমাণিত।

আমাদের এই মহকুমায় পাল যুগের আর এক কীর্তির নিদর্শন "সাগরদীঘি"- বিশাল জলাশয়-মুর্শিদাবাদ জেলার বৃহত্তম খনিত দীর্ঘিকা। ১৮ একর ৬০ শতক স্থান জুড়ে এই জলাশয় তো কয়েক দিনে খনন করা সম্ভব হয়নি। তাই ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় মনে করেন ধর্মপাল (৭৭--৮১০) অথবা দেবপাল (৮১০-৮৫০) এই দিঘি খনন করিয়ে ছিলেন। হতে পারে ধর্মপাল তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে এই খনন কার্য আরম্ভ করেও শেষ করে যেতে পারেন নি - কাজ শেষ হয় দেবপালের সময়। তা হলে দিঘির বয়স বারো শো বছর। তাই প্রাচীন কীর্তি এবং হিন্দু যুগের।

এখানে সংক্ষেপে লক্ষণ সেন সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় ইতিহাস বলতে হবে। সেন যুগের অবসান হয় রাষ্ট্রীয় তথা ধর্মীয় অবক্ষয়ে। এ সময়ে রাষ্ট্রীয় আদর্শের অভাবে আত্মকর্তৃত্ব প্রবল হয়। সামাজিক দৃষ্টি যত সংকীর্ণ হয়েছে তত বিস্তার হয়েছে আমলাতন্ত্র। রাষ্ট্র যন্ত্রের চালক হয়েছে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতরা। তাঁরা ছিলেন আবার জ্যোতিষ নির্ভর। এই যুগেই বাংলার সমাজ এবং বাঙালি জাতিকে বর্ণ ও শ্রেণীতে খণ্ড বিখণ্ড করা হয়েছে। কিন্তু কোনও গঠন মূলক ভূমিকা রাষ্ট্রশক্তির ছিল না। বরং চরিত্রবল ও আত্মশক্তির অভাবে বিলাসব্যসনে মশগুল। দেহ সর্বস্বতায় ভরে উঠেছিল নানান জটিল ধর্মাচার।

এই চরম দূর্বল মুহূর্তে উত্তর ভারত থেকে এলো তুর্কি আক্রমণ। এই বঙ্গে মাৎস্যন্যায় থেকে মুক্তি পেতে শাসক নির্বাচিত হয়েছে। সেন যুগেও সেই বিপ্লবের আক্রমণের পরিণতিতে তা আর বাস্তবায়িত হয়নি। সেন আমলের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অধোগতিরই পরিণাম বখ্‌ৎইয়ারের নবদ্বীপ জয়।

দেশ-সময়-মানুষ এই নিয়ে ইতিহাস। দেশের সীমা পরিবর্তন হয় সময়ের ব্যবধানে। এই পরিবর্তন ঘটে কখনও প্রাকৃতিক কারণে, আবার কখনও মানুষের দ্বারা। আর মানুষ বলতে সমস্ত মানব জাতিকে বোঝালেও ইতিহাস ধরে রাখতে পারে কিছু মানুষের কথা। জঙ্গিপুরের পুরা কথা আলোচনা করতে ধর্মমতের কথা আসছে প্রয়োজনে।

(শেষ পাতায়)

এবারের শ্রীশ্রী দুর্গাপূজা ও প্রতিবারের ভুল

চিত্ত মুখোপাধ্যায়

প্রতি বছরই সনাতন ধর্মের ভক্তদের কাছে শারদীয়া দুর্গাপূজার দিনগুলো একটা আলাদা অনুভূতি নিয়ে হাজির হয়। জামাকাপড়, গয়না-গাঁটি, বাড়ি-গাড়ি কেনার ধুম পড়ে যায়। যাদের ক্ষমতা নাই তারাও চেষ্টা করেন অন্ততঃ সন্তানদের মুখে হাসি ফোটাতে। অথচ ধর্মীয় আচরণ না মেনে (কেননা জানিনা বলে) কত অপরাধই না আমরা করে থাকি। দয়াময়ী মা কলিকালে সবই ক্ষমা করে দেন হয়ত। কিছু শাস্ত্রীয় নির্দেশ মানুষের সামনে তুলে ধরাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। যারা জানলেন তারা অন্যদের বলুন এটাই কামনা। বিতর্ক হোক কিন্তু সিদ্ধান্ত শাস্ত্রমত হোক।

প্রথমতঃ এই মহামাতৃকার পূজার অধিকারী সবাই। ভারতসেবাশ্রম সংঘের পুজোর সুনাম যতই থাকুক কেউ কেউ ব্রাহ্মণ্য গর্বে ভ্রু কুঁচকে বলে যান আপনারা অব্রাহ্মণকে মন্দিরে পূজার কাজে কেন লাগান ! এ প্রসঙ্গে বলি, ভবিষ্যৎ পুরাণে বলা হয়েছে--

ব্রাহ্মণৈ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশৈঃশূদ্রৈরন্যৈশ্চ সেবকৈঃ।
এবং নানা ম্লেচ্ছগনৈঃপূজ্যতে সর্বদস্যুভিঃ ॥

অর্থাৎব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র ছাড়াও ম্লেচ্ছ জাতি বা দস্যুরাও মায়ের পূজা করতে পারবে। জগজ্জননী মহামায়ার বাইরে তো কেউ নাই। সবাই তাঁর সন্তান, তাই সকলেই অধিকারী। আর মিথ্যাচারী, সুদখোর, অসংযমীকে 'ব্রাহ্মণ' কে বললে ? পৈতে নয়, চরিত্র ব্রাহ্মণ হতে হয় (মহাভারত)। মন শুদ্ধ তো জগৎ শুদ্ধ।

দ্বিতীয়তঃ যারা জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী ও জিতাষ্টমী করেন না তাঁরা এবং সন্তানের বাপমায়েরা মহাষ্টমীতে অবশ্যই উপবাস করবেন না। দেবীপূরাণ কালিকাপূরাণে, স্মৃতিতে নিষেধ আছে। এতে অমঙ্গল হবে। ভাল কিছু হবে না। অথচ প্রতিটি মন্ডপে, বাড়িতে, বাপমায়েদের মহাষ্টমীর উপবাসের ধুম দীর্ঘদিনের। পুরোহিতরা পারদর্শী হলে এটা হত না। অঞ্জলি পর্যন্ত উপবাস করা উপবাস নয়। অঞ্জলি দিয়ে প্রসাদ নেবেন। যারা জানেন তারা করেন না। তবে পুত্রকন্যা কামনায় বাপ-মা ঐ উপবাস করতে পারেন।

তৃতীয়তঃ মহাষ্টমীতে কোন বলিদান হবে না। যে করবে বা যারা সাহায্য করবে তারা ভয়াবহ সঙ্কটে পড়বে। দেবীপুরাণে আছে : অষ্টম্যাং বলিদানেন পুত্রনাশো ভবেদ্ধ্রুবম্। গদাইপুরে বা কোন মন্ডপে ঐ শাস্ত্রাচারবিহীন পাপের সঙ্গে আপনার পরিবার বন্ধুবান্ধব যেন না জড়ায়।

চতুর্থতঃ সংকল্প করে বিহিত পূজায় বসে গেলে বা অন্য দেবদবীর পূজায় সংকল্প হয়ে গেলে সেই পুরোহিতের (বা যজমানও যদি সংকল্পবদ্ধ হন) কোনও জন্মমরণ অশৌচ হবে না। যথা : ব্রতযজ্ঞে বিবাহেষু শ্রাদ্ধে হোমে অর্চনে জপে। আরব্ধে সূচক : ন স্যাদনাবব্ধে তু সূতকম্ ॥

পঞ্চমতঃ বড়ই দুঃখের কথা ইদানিং কিছু অর্বাচীন হিন্দু শাস্ত্রের পাতা না পড়ে সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধি আনার জন্যে বলছে আমার কৃষ্ণই বড়, আমার কালীই শ্রেষ্ঠ এবং অন্য দেবদেবীকে পূজা করা বন্ধ কর। ফলে অনেক ভক্তই বিব্রত। ঐ সব গোঁড়াদের সম্প্রদায়ে দেখবেন কোনদিন কোনও মহাপুরুষ বা মহাযোগী জন্মায়নি, জন্মাবেনা। সেদ্ধ বীজে তো গাছ হবে না। পথ একটাই। সব কিছুর মধ্যে আমার দেবতা বা দেবী আছেন। এটা বড় ওটা ছোট এরকমটা নয়। গুরু ক্ষেত্রেও তাই। আমার অমুক গুরু, সে বিরাট ব্যাপার। তার মানে তার ঐ গুরুর দেহটাই ধারণায় আছে, গুরুর ব্যাপ্তি যে অনন্ত চরাচরে আসল গুরু যে ঐ দেহটা নয় সেই প্রাথমিক জ্ঞানটাই নাই। স্বয়ং কৃষ্ণ এই ভুল ভাঙ্গার জন্যেই একবার ব্রজে গোপিনীদেরকে যমুনায় কাত্যায়নী ব্রত করিয়ছিলেন। আবার করুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুনকে যুদ্ধ শুরুর (শেষ পাতায়)

স্বাধীনতা

শীলভদ্র সান্যাল

'স্বাধীনতা' মানে এই নয় তুমি বাসে সিগারেট ফুঁকবে !
লাইন না মেনে কাউন্টারের জান্‌লায় এসে ঢুকবে।
গার্লস-কলেজের পাশে ব'সে থাক, তুমি কে হে কেউকেটা ?
রোমিও-র ভেকে শিস্ ছুঁড়ে দাও ? স্বাধীনতা নয় সেটা।
ট্রেনে উঠে সীট দখল করছ রেখে দেশলাই কাঠি !
তোমার খিস্তি-খেউরে দেশের স্বাধীনতা হয় মাটি।
ওই যে ছেলেটা--চায়ের দোকানে শুধু কাপ-ডিম ধুচ্ছে
দোকানদারের খেঁকানি শুনে সে চুপচাপ চোখ মুছছে
তোমার চাঁদের শাম্পান ভরে ষোল আনা চার পোয়া
ওই ছেলেটির দু'চোখের জলে স্বাধীনতা যায় খোওয়া !
যা আসে তোমার, তাই কও মুখে, নিজে ভাব লোক মস্ত
স্বাধীনতা নিয়ে রংবাজি কর, 'স্বাধীনতা' যায় অস্ত।
সব দেখি ধোঁকা, ছবি হয় খোকা, চাপা পড়ে শোরগোল
স্বাধীনতা যায় অন্তর্জলি --বল হরি, হরি বোল !
সভ্য দেশের নব্যযুবক ! বল দেখি ভাই, শুনি
তোমার লালসে ছাই হবে, বল্ আর ক'টা কামদুনি ?
বিবেকে কখনও দংশন খাও ? ভেবে কি দেখেছ, ভ্রাতঃ।
পথের কুকুর টেনে নিয়ে যায় শিশুটি সদ্যোজাত ?
গোস্তাকি মাপ করুন হুজুর ! কসুর করুন মাপ !
জ্যামজট করে সভা করছেন দশের যিনি মা-বাপ !
পেশি-শক্তিতে আপনার হাতে আইন নেওয়ার ফাঁকে
বড় অপমান করেছ হে বস্, মানুষের দেবতাকে।
তুমি সুস্বাদু ফল ভেঙে খাও, আর সব -প্রতিফল
খোঁজ রাখ ? তারা ক'চামচ নুনে গুলেছে চোখের জল ?
ছড়ি নিয়ে হাতে, চূনকালি মেখে বহুরূপী সেজেছি যে !
'স্বাধীনতা' -নামে বস্তুটি হায়, পাঠিয়েছি ডিপ ফ্রীজে।
মায়ের পাঁজরে মুখ গুঁজে পাপু শোনে যে গল্পকথা
অনেক রক্তে এসেছিল নাকি এ-দেশের স্বাধীনতা।।

ভারত রত্ন

.....(২ ম পাতার পর)

চিরকালীন অমরত্বে প্রতিষ্ঠিত। আবেগধর্মী রাজনীতি থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়াই বরং উচিত কাজ হবে। জাতির লজ্জা মুছে, বর্তমান সরকার করতে পারে, তবে সেটাই হবে তাঁর প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন।

অগণিত দেশবাসীর মনে আজ তিনি যে উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত, সেখানে অন্য কোনও সার্টিফিকেটের তাঁর আর প্রয়োজন নেই।

জঙ্গিপুর মহকুমায় সর্ব প্রথম আধুনিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত উন্নতমানের দেশি-বিদেশি বিভিন্ন প্রজাতির ফুল-ফল ও কাঠের চারা গাছের বিপণন আমরা শুরু করেছি। আগ্রহী সকল প্রকার চাষিবন্ধু ও পুষ্পপ্রেমীদের জানাই সাদর আমন্ত্রণ।

আমাদের ঠিকানা ঃ

পার্থকমল সবুজশ্রী

একটি উন্নতমানের বিশ্বস্ত নার্সারী প্রতিষ্ঠান

সাং - হরিদাসনগর (কমল কুমারী দেবী মডেল স্কুলের পার্শ্বে)

পোঃ+থানা রঘুনাথগঞ্জ ✦ জেলা মুর্শিদাবাদ ✦ পিন-৭৪২২২৫

ফোন নং - 7797943802 / 8942908114 / 7797110047

মক্কেলের ভাবমূর্তি .....(১ ম পাতার পর)

জোর করে চাঁদা আদায়ের জন্যই কি গৌতমের পদ বাতিল করলো তৃণমূল জেলা নেতৃত্ব

নিজস্ব সংবাদদাতা : তৃণমূল জেলা নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত মত রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের সভাপতি তাঞ্জিলুর রহমান, সহ সহাভতির নতুন পদে এলেন অরিজিৎ ঘোষাল ও নজরুল সেখ (নজু)। জঙ্গিপুর টাউন সভাপতির পদটি বাতিল করে দেয়া হয়েছে। এর দায়িত্বে ছিলেন গৌতম রুদ্র (বাবুয়া)। এর সঙ্গে ব্লক সভাপতি তাঞ্জিলুর রহমান এর উপর নতুন দায়িত্ব এসেছে যুব কল্যাণ দপ্তরের। আই.সি.ডি.এস দপ্তরের দায়িত্ব পেয়েছেন মেহেবুব আলম। মহিলা ফোরামের দায়িত্ব থেকে অতসী পন্ডিতও বাদ পড়েছেন। রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের সভাপতি চয়ন সিংহরায়ের ওপর নতুন দায়িত্ব এসেছে যুব কল্যাণ ও আই.সি.ডি.এস দপ্তরের। তৃণমূলের দুর্দিনে জঙ্গিপুর পুর নির্বাচনে একটা শীট আদায়ে গৌতম রুদ্রের কৃতিত্বের কথা এবং সংগঠনহীন দলকে জনমুখী করতে তাঁর ভূমিকা অস্বীকার করা যাবে ? এর উত্তরে তাঞ্জিলুর রহমান বলেন, 'গৌতম রুদ্রকে বাদ দেবার ব্যাপারে জেলা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে সম্প্রতি পার্টি অফিস তৈরীর নামে এক দঙ্গল ছেলে নিয়ে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে প্রেসার দিয়ে টাকা তোলা সম্পূর্ণ তৃণমূল সরকার বিরোধী কাজ হয়েছে।' জঙ্গিপুর পুরোনো বাসষ্ট্যাণ্ডে পার্টি অফিস খোলাও তো গৌতমের উদ্যোগে ? তার উত্তরে তাঞ্জিলুর রহমান বলেন, 'সেখানেও আমরা কিছু জানতাম না, যেমন জানিনা পুরসভার জায়গা দখল করে ম্যাকেঞ্জি মোড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিস নির্মাণ।'

এই সংবাদ প্রকাশের পর কোন প্রতিবাদ বা উকিলের নোটিশ আমাদের কাছে আসেনি। তাঁকে দীর্ঘদিন দলের কোন সভা-সমিতিতেও দেখা যায়নি। তাই আজ নতুন করে সম্মানহানি বা জয়প্রিয়তা ম্লানের কোন প্রশ্ন আসে না। এর পরও যদি গৌতম রুদ্রের সামাজিক প্রতিষ্ঠায় ধাক্কা লাগে তার জন্য আমরা দুঃখিত। সম্পাদক/জঙ্গিপুর সংবাদ

শুয়োর বিচরণ .....(১ ম পাতার পর)

থানা বা ব্লক এ ব্যাপারে তৎপর হলে বা শুয়োর পালকদের এলাকায় গিয়ে ধমক দিয়ে এলেও কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি। এলাকাবাসীদের আরো অভিযোগ, জনৈকা ফুলিয়া হরিজনের শুয়োরগুলো আজও এলাকায় বিচরণ করছে।

জঙ্গিপুরের পুরাকথা.....(২ ম পাতার পর)

বিভিন্ন ধর্মমতকে অবলম্বন করে মানুষের কাজের সাক্ষ্য থাকে মূর্তিতে, মন্দিরে, গ্রন্থে, মানুষের জীবন যাপনে।

এই জন্যে ইতিহাসের গতি বোঝাতে ঘড়ির দোলকের উপমা। ঘড়ির দোলক এদিক ওদিক দুলছে যেন অতীত থেকে আসছে দুলে বর্তমানে, অথচ বর্তমানে থেমে থাকছেনা, দুলে যাচ্ছে ভবিষ্যতের দিকে। সেখানেও থামছে না, ফিরে আসছে বর্তমানে, মাঝখানে, সেখান থেকে আবার অতীতের দিকে–এই ভাবে না থেমে চলছে, চলছে। নিরবধি সময়কে ইতিহাস ধরে রাখে তার অতীত কথায়, ধরে কিন্তু বর্তমানকালে এবং এই ধরার লক্ষ্য ভবিষ্যতের সম্ভাবনায়।

ভারতে আরবদের প্রথম প্রবেশ ৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে, হজরত মহম্মদের মৃত্যুর বত্রিশ বছর পর। কাবুলে পৌঁছায় তারা এবং ৬৯০-এ আবদুর রহমান কাবুল বিজয় সম্পূর্ণ করেন। ৭১১তে নৌপথে বসরা থেকে এসে সিন্ধুদেশ দখল করেন মহম্মদ কাশিম। ১০০১-এ মামুদের প্রথম ভারত আক্রমণ। তাঁর দ্বিতীয় অভিযান ১০০৩-এবং তাঁর তৃতীয় আক্রমণ ১০০৪-এ। এভাবে মামুদ কয়েক বছর অন্তর অন্তর ১০২৪ পর্যন্ত মোট বারো বার আক্রমণ করে লুঠতরাজ করে ফিরে যান। ১০৩০ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল তাঁর মৃত্যু হয়। খ্রিস্টান ঐতিহাসিকরা বলেন মামুদ একহাতে তরবারি আর অন্য হাতে কোরাণ নিয়ে অভিযান চালাতেন। কবি ফিরদৌসি ছিলেন তাঁর সভাকবি। .....(চলবে)

এবারের দুর্গা পূজা .....(৩ ম পাতার পর)

আগে প্রাণ ভরে মা দুর্গার পূজা করিয়েছেন। মহাভারতের সে স্তোত্র অপূর্ব। গৌতমীয় কল্পে বলছে :

যঃ কৃষ্ণ সৈব দুর্গা সাৎ।
যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ ॥

তাছাড়া বহু উদাহরণ আছে –ভেদ বুদ্ধি নিয়ে এক পা এগুনো যাবে না। তাই যে মন্ত্রেই আপনি দীক্ষিত হন না কেন, মহাবৈষ্ণবী যিনি সব দেবদেবীর সম্মিলিত মূর্তি ঐ মা দুর্গা পূজায় অংশ নিন, কারুর কথা শুনে ইহ ও পরকাল নষ্ট করবেন না। ওরা নিজ সম্প্রদায়ের মঙ্গল চায় আপনার নয়। ইষ্ট নিষ্ঠা মানে গোঁড়ামী নয়।

ষষ্ঠতঃ এবারের দুর্গাপূজার সময় নিয়ে নানা আলোচনা চলছে। যারা বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে পূজা করেন তাদের ঝামেলা নাই। বাকী আমাদের জন্য, কিন্তু এবার ভেবে কাজ করতে হবে। এটা জানতে হবে – দুর্গাপুজা পুরোটাই লগ্নের পূজা। তিথিই প্রধান। এবার মহাষষ্ঠী বা মহা সপ্তমীতে ঝামেলা নাই।

তবে সপ্তমী পূজার দিন সূর্যোদয় ৫–৩১এ, বেলা ১০-১৯ পর্য্যন্ত সপ্তমী তিথির কাল। তাই ভক্তদেরকে সপ্তমীর অঞ্জলি ঐ সময়ের মধ্যে দেবার ব্যবস্থা রাখাই উত্তম। উপোস করে,পুরোহিতকে বিশ্বাস করে তাঁরা শ্রদ্ধা নিয়ে অঞ্জলি দেবেন – কেন সপ্তমীর অঞ্জলি অষ্টমীতে দেওয়াবো ? তাই না।

আসল ঝামেলাটা পরদিন। ৮মীর দিন একই সময়ে সূর্যোদয়। মাত্র ৮-২৯ পর্যন্ত ৮মী থাকছে। কিন্তু ৮মীর শেষ লগ্ন আর নবমীর প্রথম লগ্ন নিয়েই তো সন্ধির ৪৮ মিনিট। তাই ৮-৫ এ ৮মী পূজা শেষ করে সন্ধিতে বসতে হচ্ছে। মাত্র আড়াই ঘণ্টায় যে করেই হোক পূজা শেষ করে দিতে হবে। সংক্ষিপ্তভাবে সময়ের দিকে নজর রেখে। এরপরই বিদ্যুৎগতিতে ৮মীর ভোগ, ডালা সরিয়ে পরিষ্কার করে সন্ধির ভোগ লাগাতে হবে। তাই ৮মী ও সন্ধীর ভোগ (যার যা হয়) সাত সকালে একাধিক দীক্ষিতরা রান্না করতে পারলে ভাল। নবমীরও রান্না ১০টা নাগাদ শুরু করে দিন। কুমারী পূজা, হোম ঐ দিনই। ঐ দিন ৯মী পরে যাচ্ছে ৮-৫৩ তে। তাই একটু বিশ্রাম নিয়ে দিনভর নবমী পূজা প্রাণভরে করা যাবে। কিন্তু পরদিন অর্থাৎ ১৬ই আশ্বিন (৩রা অক্টোবর শুক্রবার) মহানবমীর পূজা সংক্ষেপে করে নেব––এটা হবে না। ঐ দিনও সূর্যোদয় ৫-৩১এ। তাই আবার ৬-২৪ এ নবমী শেষ। ৫৩ মিনিট মাত্র। এখানে শাস্ত্র বলে দিচ্ছেন––

ইতি রাজমার্ত্তন্ডধৃত জাবালবচনয়োর্ঘটিকা।
মুহূর্ত্তয়োরেকার্থত্বাৎ। শেষং তিথ্যন্তরং পূব্বং
পূর্ব্বোক্তং ঘটিকান্যূনং পূর্ব্ববদাসুরং ঘটিকাত্মকঞ্চোত্তমম্ ॥
(তিথিতত্ত্বম্ ১৭১)

অর্থাৎ এক ঘণ্টার বেশী তিথি পূর্ব্বাহ্নে না পেলে, আগের দিন সেই তিথির পূজা করতে হবে। আবার ১৬৯নং এ বলা হয়েছে তিথি নক্ষত্র যুক্ত হলে ফল বেশী হবে, না পেলে ক্ষতি নাই। তাই এবার ১৫ই আশ্বিনই ৮মী, সন্ধি এবং নবমী পূজা করতে হবে। পরদিন ৬-২৪ এর পর দশমী, তাই বিসর্জন, অপরাজিতা সব হবে যথাযথ।

তবে এবার যারা মহাষ্টমীর দিন উপবাস করতে চান তারা ৩১শে শ্রাবণ (১৭ই আগষ্ট) জন্মাষ্টমী, ১৬ই ভাদ্র (২রা সেপ্টেম্বর) রাধাষ্টমী এবং ৩০শে ভাদ্র (১৬ই সেপ্টেম্বর) জিতাষ্টমী করে মহাষ্টমীর উপোস করতে পারেন। দরকার কি ? শুধু উপোসে ধর্ম নাই, শরীর নষ্ট। সব ঠিকঠাক শ্রীচরণে ফেলে দিন, মা যা করেন। পুরোহিতরা কি বিষয়টা ভেবেছেন ?

জঙ্গীপুর গিনি হাউস
শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম
গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।
আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।